সংবাদ

তারিখ 10 JUL 2010
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

এমপিওভুক্তি নিয়ে রাজনীতি এবং মাদ্রাসা এমপিওভুক্তির একটি নমুনা

আমাদের এক সহযোগী ইংরেজি দৈনিকে অভিযোগ করা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত এমপিওভুক্তির প্রথম তালিকাটি কতিপয় নিয়মনীতি কঠোরভাবে পালন করে প্রণয়ন করা হলেও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী মহল সে তালিকাটি বাতিল করতে সমর্থ হয় এবং পরবর্তী তালিকায় নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম তালিকাভুক্ত করতে বেশ কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। সর্বশেষ তালিকায় নতুন করে এক হাজার ৬১২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৫ শতাংশই রাজনৈতিক বিবেচনায় তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ সোয়া ৭০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়মনীতির বাইরে। প্রসঙ্গত আগে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি আছে সেগুলোতে হাত দেয়া হয়নি।

কোন কোন এমপি নাকি নির্বাচনের সময় তার এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তি করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট ভিক্ষা করেছিলেন। নির্বাচিত হওয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার জন্য 'ডিও' চিঠি দাখিল করেন। তার জনপ্রিয়তা অব্যাহত রাখা এবং ভোট ব্যাংকের স্বার্থে এসব 'ডিও' দাখিল করা হয়েছিল। তবে যেসব প্রতিষ্ঠানের জন্য 'ডিও' দাখিল করা হয়েছিল স্থানীয় এমপি সেসব প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা বিচার করে দেখেননি। নিজেদের 'পছন্দের' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত করার জন্য তারা প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত গিয়েছিলেন। 'জনরোষ' থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পার্লামেন্টে পর্যন্ত বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। নানা ধরনের সংশোধন, পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের পর সর্বশেষ তালিকাটি প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে সব মিলিয়ে ৩ লাখ ২৫ হাজার শিক্ষক এবং কয়েক হাজার কর্মচারী, ২৬ হাজার ৩৪০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হলো। এর মধ্যে ২ হাজার ৩৮৬টি কলেজ, ১৫ হাজার ৫১৫টি মাধ্যমিক স্কুল, ৭ হাজার ৩৪৪টি মাদ্রাসা এবং এক হাজার ৯৫টি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট এমপিওভুক্তির সুবিধা পাচ্ছে।

কী ধরনের মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করা হয়েছিল, তার একটি নমুনা পাওয়া গেল ঢাকার একটি দৈনিক খবর থেকে। গত ১৫ বছর ধরে রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার ভাংনী ইউনিয়নের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করা হয় লস্করপুর দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষা কার্যক্রম। বর্তমানে শিক্ষার্থী মাত্র ৯ জন। শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ১৯। শিক্ষার্থী না থাকলেও শিক্ষক-কর্মচারী সরকারি বেতন-ভাতা উত্তোলন করে চলেছেন। অভিযোগ করা হচ্ছে, শিক্ষক-কর্মচারীরা সবাই জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। প্রথম দিকে শিক্ষার্থী থাকলেও তাদের মৌলবাদের দীক্ষায় দীক্ষিত করার চেষ্টা করা হলে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলে যায়। স্বল্প শিক্ষার্থী নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত থাকলেও খাতা-কলমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দেখানো হয় ৩৪২ জন। এর সত্যতা স্বীকার করে মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার 'মাওলানা' আবদুল কাদের বলেন, ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি এ অঞ্চলের অভিভাবকদের অনীহার কারণেই শিক্ষার্থী কমে গেছে। এত কম শিক্ষার্থী নিয়ে কিভাবে মাদ্রাসাটি টিকে আছে তার জন্য অনেক শিক্ষা কর্মকর্তাকে জবাবদিহি করতে হবে। মাদ্রাসাটি এমপিওভুক্ত করা হয় ১৯৮৮ সালে। নিয়মিত শিক্ষার্থী কতজন আছে তা দেখার দায়িত্ব উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার। তিনি প্রতি বছর কী ধরনের রিপোর্ট দিয়ে থাকেন যার ভিত্তিতে শিক্ষক-কর্মচারীরা বেতন-ভাতা পাচ্ছেন। হাজিরা খাতার মিথ্যাচার সম্পর্কে কাউকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্বটাও সরকারি কর্মকর্তাদের। সরকারি অর্থের এ ধরনের অপচয় গ্রহণযোগ্য নয়। দেশে অনেক মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো এমপিওভুক্ত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ শিক্ষার্থীবিহীন এ মাদ্রাসাটি বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে মিথ্যা তথ্য দিয়ে। মাদ্রাসা বলে এ ব্যাপারে কোন ছাড় দেয়া উচিত হবে না।